সংবাদ

তারিখ ... 15 AUG 2009 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিএনপি আমলের জনবল কাঠামোতে বেসরকারি শিক্ষায় ব্যাপক অসন্তোষ

কৃষ্ণ ভৌমিক

মোস্তাফিজুর রহমান রুমী পাবনার চাটমোহর ডিগ্রি কলেজে ২৪ বছর ধরে বাংলার প্রভাষক পদে চাকরি করছেন। কিন্তু তারই ছাত্র মোতাহার আলী পাশের মহিলা কলেজে সহকারী অধ্যাপক পদে চাকরি করছেন। শিক্ষক ২৪ বছরেও সহকারী অধ্যাপক হতে না পারলেও ছাত্র ৮ বছর পরেই সহকারী অধ্যাপক হয়েছেন। একই কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক শফিকুল আলম ২৭ বছর প্রভাষক পদে থেকে অবসর নিয়েছেন। ইতিহাস বিভাগের অপর শিক্ষক সিদ্দিক খান ২৯ বছর প্রভাষক পদে চাকরি করছেন। দীর্ঘকালেও তাদের প্রমোশন হচ্ছে না। এ চিত্র সারাদেশের বেসরকারি কলেজের। সাবেক বিএনপি আমলের শিক্ষামন্ত্রী জমিরউদ্দিন সরকারের জনবল কাঠামোর গ্যাঁড়াকলে বেসরকারি শিক্ষকদের প্রমোশন, স্কেল পরিবর্তনসহ নানা সমস্যায় শিক্ষা ক্ষেত্রে মারাত্মক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

১৯৯৫ সালে তৎকালীন বিএনপি সরকারের শিক্ষামন্ত্রী জমিরউদ্দিন সরকার বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জনবল কাঠামো প্রণয়ন করেন। এ জনবল কাঠামোকে শিক্ষক সমাজ কুখ্যাত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংসের নীলনকশা বলে দাবি করলেও তা বাতিল করা হয়নি।

জনবল কাঠামোয় ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ৫ জনে ২ জন সহকারী অধ্যাপক ধরা হয়েছে। ডিগ্রি কলেজে ৭ জনে ২ জন সহকারী অধ্যাপক ধরা হয়েছে। অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, প্রদর্শক, লাইব্রেরিয়ানবিহীন এ জনবল কাঠামোতে ২৫/৩০ বছর প্রভাষক পদে চাকরি করলেও কোন প্রমোশন হচ্ছে না। এসব প্রভাষকের ছাত্ররা অন্য কলেজে ৮ বছরে সহকারী অধ্যাপক হলেও প্রভাষক হিসেবেই তাদের অবসর নিতে হচ্ছে। জমিরউদ্দিন সরকারের জনবল কাঠামোয় আরও অবাক যে, কলেজে নাইট গার্ড, মালি, সুইপার বলে কোন পদ নেই, ১ জন ক্লার্ক ২ জন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী ধরা হলেও সহ শিক্ষার ক্ষেত্রে আয়ার পদও রাখা হয়নি। ৪ বিষয়ে ২ জন প্রদর্শক ধরা হয়েছে। পদার্থ বিদ্যার প্রদর্শক গণিতের, রসায়নের প্রদর্শক জীববিজ্ঞানের প্রদর্শকের কাজ করছেন।

শিক্ষামন্ত্রী জমিরউদ্দিন সরকার প্রণীত জনবল কাঠামোর সঙ্গে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সমন্বয় না থাকায় বেসরকারি শিক্ষা ক্ষেত্রে মারাত্মক জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। জনবল কাঠামোর ৭ ও ৯ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে, স্নাতক কলেজে আবশ্যিক বিষয়ে ২ জন, ঐচ্ছিক বিষয়ে ১ জন করে প্রভাষক থাকবে। অপর দিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতক ও স্নাতক সম্মান বিষয়ে অধিভুক্তির শর্তাবলি (স্মারক নং-০১(১৬২) জাতীঃবিঃ প্রশাসন/৯২ অংশ বলা হয়েছে) স্নাতক অধিভুক্তিতে প্রতিবিষয়ে ৩ জন, সম্মান অধিভুক্তিতে ৭ জন করে শিক্ষক থাকতে হবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি সম্মান অধিভুক্তিতে এ শর্ত মানার পর এমপিওভুক্তির জন্য গেলে সেখানে জনবল কাঠামোর কারণে ২ জন শিক্ষককে বেনিফিট দেয়া হয়। অতিরিক্ত শিক্ষকরা বছরের পর বছর বিনা বেতনে চাকরি করেন বা অন্য পেশায় চলে যান। শুধু তাই নয়, জনবল কাঠামোর মতো কালাকানুনের কারণে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুষম পাঠদান অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে শিক্ষকরা জানিয়েছেন।

জনবল কাঠামোর স্নাতক পর্যায়ের কলেজে ১ জন শিক্ষককে ৩টি, উচ্চ মাধ্যমিকের ২টিসহ বিএ শাখা থাকলে প্রতিদিন ৭টি করে ক্লাস করতে হচ্ছে। ক্লাসের জন্য শিক্ষকরা প্রস্তুতিও নিতে পারছেন না। তাছাড়া কোন শিক্ষক ১ মাস অসুস্থ হলে বা মহিলা শিক্ষকদের মাতৃত্বকালীন ছুটির কারণে ৪ মাস ওই বিষয়ের শিক্ষাদান বন্ধ রাখতে হচ্ছে।

বেসরকারি হাইস্কুলেও জনবল কাঠামোর প্রভাবে শিক্ষাদান মারাত্মক ব্যাহত হচ্ছে। প্রধান শিক্ষককে জনবল কাঠামোর বাইরে রেখে ইংরেজি-১, সমাজ-১, কৃষি-১, কম্পিউটার-১, শরীর চর্চা-১, দুই ধর্ম মিলে-১, বিজ্ঞান-১, অঙ্কে ১ জন করে শিক্ষক ধরা হয়েছে। পরবর্তী শাখা খুলতে গেলে প্রতি শাখায় ১ জন করে শিক্ষক ধরা হয়েছে। এ কাঠামোর কারণে বেসরকারি হাইস্কুলে ১ জন শিক্ষককে প্রতিদিন ৭/৮টি ক্লাস নিতে হচ্ছে। প্রধান শিক্ষক নিয়োগে সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা জুড়ে দেয়ায় ২০/২৫ বছর চাকরি করেও কেউ প্রধান শিক্ষকের আবেদন করতে পারছেন না। এ কারণে দেশের ৭০ ভাগ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রধান শিক্ষক পদে ভারপ্রাপ্ত দিয়ে চলছে। বেসরকারি হাইস্কুলে জনবল কাঠামোর আগে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকরা অবসরে গেলেও নতুন করে কোন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া যাচ্ছে না। জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়ক ও আহ্বায়ক কাজী ফারুক আহমেদের নেতৃত্বে শিক্ষক সমাজ জমিরউদ্দিনের জনবল কাঠামোকে কুখ্যাত বেসরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসের নীল-নকশা বলে দাবি করলেও তা বাতিল করা হয়নি। জনবল কাঠামোর যাঁতাকলে বেসরকারি শিক্ষকরা প্রতিনিয়ত হতাশা ক্ষুব্ধতার মধ্যে চাকরি করছেন। অনেকে অন্য পেশায়ও চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের কাছে শিক্ষক সমাজসহ সুধীমহলের প্রত্যাশা জমিরউদ্দিনের জনবল কাঠামো বাতিল করে বাস্তবতার নিরিখে জনবল কাঠামো প্রণয়ন করে বেসরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগতমান পরিবর্তন করা হোক।